প্রথম আলো

তারিখ 21 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

আগস্টের ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করবে সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জরুরি অবস্থা চলাকালে ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। তারা এই প্রতিবেদন নতুন করে পর্যালোচনার ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এখনো যে মামলাগুলো চলছে, সেগুলোও নির্বাহী আদেশে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনকে অপ্রাসঙ্গিক ও অপূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে কমিটির প্রধান রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের বলেন, সে সময়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন জনগণকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে। কমিশনের প্রতিবেদন পড়ে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। সে জন্যই সংসদীয় কমিটি এই তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাশেদ খান বলেন, এই ঘটনা সাজানো ও ন্যক্কারজনক। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন প্রভাবিত করতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে তারা মনে করছেন। সংসদীয় কমিটির তদন্তে ঘটনাটি সাজানো প্রমাণ হলে অবশ্যই দোষীদের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করা হবে।

রাশেদ খান বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, সে জন্যই কমিটি এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করবে। সবাইকে এটা বোঝাতে হবে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। তিনি বলেন, কমিটি মনে করে, সাজানো নাটকের মাধ্যমে শিক্ষকদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আবার সাজানো প্রক্রিয়ায় তাঁদের দণ্ড মওকুফ করা হয়।

রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন হুইপ মির্জা আজম, বীরেন শিকদার, শেখ আবদুল ওহাব, শাহ আলম, জিয়াউর রহমান, কাজী রুক কাদের ও মমতাজ বেগম।